بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৯/০২ | শুক্রবার, ০২ রমযান, ১৪৩৯ হিজরী | ১৮/০৫/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মুসলিমদের রক্ত ঝরানোর মাধ্যমে আমেরিকা আল-কুদস্-এ তার দূতাবাস উদ্বোধন উদযাপন করেছে!
পবিত্র আল-কুদস-এর দখলদারিত্ব অবসানের একমাত্র উপায় হচ্ছে, দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্'র সাহসী সামরিক বাহিনী কর্তৃক ইহুদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করা

১৪ই মে, ২০১৮, গাজা-ইসরাইল সীমান্তে ব্যাপক গণবিক্ষোভ চলাকালীন সময়ে দখলদার ইসরাইলী বাহিনী ৮ মাসের এক কন্যাশিশুসহ কমপক্ষে ৬০ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে এবং ২৭০০ জনেরও অধিক মানুষকে আহত করেছে। হাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল (আল্লাহ্ একাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী)। যখন ফিলিস্তিনি মুসলিমরা তাদের ভূ-খন্ডে উপর ইহুদী দখলদারিত্বের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিক্ষোভ করছিল, তখন এই কুখ্যাত ইহুদী রাষ্ট্রের মদদদাতা মার্কিনীরা একই দিনে মুসলিমদের আরেক দফা উপহাস ও অপমানিত করতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের দূতাবাস তেল-আবিব থেকে দখলকৃত আল-কুদস্-এ স্থানান্তর করে। মুসলিম বিশ্বের মেরুদন্ডহীন শাসকদের নীরবতার মধ্যেই এধরনের নির্মম ও অপমানজনক ঘটনাসমূহ প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।

বিগত ৭০ বছর ধরে আরব বিশ্বের শাসকগণ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা পালন করেছে এবং তাদের পশ্চিমা প্রভূদের অবৈধ সন্তান ইসরাইলের সুরক্ষার জন্য ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, এবং আজও এই বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। শুধুমাত্র মায়াকান্না দেখানো আর প্রতারণাপূর্ণ বক্তব্য প্রদান ছাড়া মুসলিম বিশ্বের শক্তিশালী দেশসমূহ এই ইহুদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। চলমান হত্যাযজ্ঞে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর দেশগুলোর মধ্য একটি তুরস্ক, যার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এরদোগানের প্রতিক্রিয়া ছিল প্রতারণাপূণ বক্তব্যর মধ্য সিমিত - ইসরাইলকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আখ্যা দেয়া, ইসরাইলী রাষ্ট্রদূতকে "সাময়িক" বহিষ্কার. এবং নেতানিয়াহুকে মুসলিম হত্যার জন্য দায়ি করা! অথচ সে সেনা ও বিমান অভিযান পরিচালনা করে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে ইসরাইলকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে সক্ষম, কিন্তু আল-কুদসকে মুক্ত করতে সামরিক বাহিনী প্রেরণতো দূরে কথা, ইসরাইলের জন্য তুরস্কের বন্দর বন্ধেরও ঘোষণা আসেনি, যা তাদের তেল আমদানিতে ব্যবহৃত হয়, কিংবা বাতিল হয়নি ইসরাইলের সাথে লক্ষ-কোটি ডলারের তেল-গ্যাস চুক্তি (উল্লেখ্য যে, তুরস্ক ইসরাইলের ৮ম বৃহত্তম ব্যবসায়িক অংশীদার)! নিশ্চয়ই মুসলিম বিশ্বের প্রতারক শাসকরা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। যখন গাজায় ইসরাইলী নৃসংশতা চলছিল, তখন মায়াকান্না দেখানো আরেক প্রতারক শাসক মিশরের সিসি গাজা উপত্যকা সংলগ্ন রাফা ক্রসিং-এ অবরোধ আরোপ করে রেখেছে, যা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র কাছ থেকে এসব বিশ্বাসঘাতকেরা উপযুক্ত প্রতিদান পাবে: **"সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। যারা মুসলিমদের বর্জন করে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ্'রই জন্য।"** [সূরা আন-নিসা: ১৩৮, ১৩৯]

হে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ! আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর**, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ, আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই অভিশপ্ত ইহুদীদের ভয়ঙ্কর পাশবিকতা এবং ঔদ্ধত্যের জবাবে আপনারা নিশ্চুপ থাকতে পারেন না। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও, মুসলিম বিশ্ব বিশেষভাবে, আরব বিশ্ব ও তুরস্ক, আল-কুদ্‌সকে মুক্ত করার দায়িত্বকে পরিত্যাগ করেছে। এমতাবস্থায়, আপনারাও এসব পশ্চিমা পদলেহী বিশ্বাসঘাতক শাসকদের শৃঙ্খল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করুন, যাতে এই ইহুদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত হতে পারেন। এক মুহূর্তের জন্যও এটা ভাববেন না, ফিলিস্তিন সমস্যা হচ্ছে "আরবদের সমস্যা", বরং উপলব্ধি করুন, এটা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্'র সমস্যা, এবং এই সমস্যা সমাধানে ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ হিসেবে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। হে অফিসারগণ! আমরা আপনাদেরকে আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি হাদিস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: **"মুসলিম উম্মাহ্ হচ্ছে একটি দেহের মত, যখন এর এক অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সমগ্র দেহই ব্যাথা ও জ্বর অনুভব করে"** [সহীহ্ মুসলিম]। অপবিত্র ইহুদীদের হাতে যারা ইতিমধ্যেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং যারা মৃত্যু-সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে তারা আপনাদেরই মুসলিম ভাই ও বোন, এবং তাদেরকে রক্ষার পথে আপনাদের জন্য একমাত্র বাঁধা হচ্ছে জাতি রাষ্ট্রসমূহের কৃত্রিম সীমান্তসমূহ এবং উপনিবেশবাদী কুফর শক্তিসমূহ কর্তৃক আপনাদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া শাসকরূপী অনুগত দালালবৃন্দ। হে অফিসারগণ! আপনারা ভুলে যাবেন না যে, আল-কুদ্‌স-এর অধিকারী হচ্ছে মুসলিমগণ, যা আমাদের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) কর্তৃক মুক্ত হয়েছিল, যদিওবা পরবর্তীতে ক্রুসেডার খ্রিষ্টানরা এটি দখল করে নিয়েছিল, তথাপি আপনাদের সত্যিকারের পূর্বসূরী জেনারেল সালাহ্উদ্দীন আইয়্যুবী খ্রিষ্টান কাফিরদের কাছ থেকে এটিকে পুনরায় মুক্ত করেছিলেন। এখন আপনাদের পালা, এই যুগের আইয়্যুবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করুন এবং দখলকৃত আল-কুদস্'কে মুক্ত করুন। হে অফিসারগণ! আপনাদের শিরায় সালাহ্উদ্দীন আইয়্যুবীর রক্ত বইছে, জেনারেল সালাহ্উদ্দীন আল-কুদস্'কে দখলকারি খ্রিষ্টানদেরকে চরমভাবে পরাজিত করেন ২৭ রজব, ৫৮৩ হিজরী (০২/১০/১১৮৭ ইং), এবং তারপর আসে শা'বান ও রমযান, ৯০ বছর আবার ইসলামের অধিনে শাসন। হে সাহসী অফিসারগণ! যেহেতু আপনারা আরেকটি রমযানে উপনীত হয়েছেন সেহেতু সালাহ্উদ্দীনের মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন। আমরা জানি যে, আল-আকসা মসজিদকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদ করতে আপনারা উদগ্রীব হয়ে আছেন। সুতরাং দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-কে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করুন। কারণ, আপনাদের ভাই-বোনদের রক্ষার জন্য আপনাদেরকে আল-কুদস্ অভিযানে প্রেরণ করার মতো সাহস এবং সঙ্কল্প **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর রয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾

"আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্'র রাহে লড়াই করছ না, দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" [সূরা আন-নিসা: ৭৫]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ